আসানসোল-রাণিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের ভূগর্ভ আগুন ও ধস কবলিত অঞ্চল পরিদর্শন, বসবাসকারী মানুষের উচ্ছেদ ও তাদের পুনর্বাসন বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

আসানসোল-রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের ব্যাপক এলাকার মানুষ বিগত কয়েক দশক ধরেই ভূগর্ভ আগুন এবং ভূপৃষ্ঠের মাটি ধসের কারণে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন। ওখানে বসবাসকারী মানুষদের বর্তমান প্রকৃত অবস্থা জানতে 'অধিকার' সংগঠন (শ্রমিকের অধিকার, আন্দোলন, গবেষণা ও সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা, ডিসেরগড়, জেলা বর্ধমান) ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের একাধিক সমভাবাপন্ন সংগঠন ও ব্যাক্তিকে নিয়ে একটি জাতীয় স্তরের 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম' গঠন করে। এই টিম বা দলটি এ বছরের গত ২২ শে এবং ২৩শে এপ্রিল আসান্সোল-রাণিগঞ্জ খনি অঞ্চলের কিছু এলাকার মানুষদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে ও বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে । নাগরিক মঞ্চ এই কাজে অংশ নেয়; এই সংগঠনের কার্যকরী সদস্য শ্রী মণীন্দ্রনাথ মুখার্জি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দলটির একজন সদস্য হিসাবে খনি অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। এ বিষয়ে তাঁর দেওয়া একটি সংক্ষেপিত প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হ'ল।

'অধিকার' সংগঠন দ্বারা গঠিত জাতীয় স্তরের 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দল'-টিতে সামিল ছিলেন (১) লিও সালডানহা এবং ভার্গভি রাও (এনভায়রনমেন্টাল সলিডারিটি গ্রুপ, ব্যাঙ্গালোর),(২) অধ্যাপক ড. দেবরূপ চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক ড. অরিজিত বিষ্ণু (আই.এস. আই. কলকাতা), অধ্যাপক পার্থ সারথি রায় (আই. আই. এস. সি. আর. , কলকাতা), অধ্যাপিকা পৃথা ব্যানার্জি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), গৌতম মণ্ডল (অল ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেল্ফ্ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন, আসানসোল), মণীন্দ্রনাথ মুখার্জি (নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা), অর্জুন সেনগুপ্ত (জয়েন্ট কো-অর্ডিনেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস), ডাঃ স্বাতী ঘোষ ও কল্যাণ মৌলি (আসানসোল সিভিল রাইটস্ অ্যাসোসিয়েসন), মুক্তা দাস (ই. সি. এল. কোলিয়ারি শ্রমিক ইউনিয়ন), শিপ্রা চক্রবর্তী ও সুদীপ্তা পাল ('অধিকার'), দুগাই মুর্মু (ই.সি.এল. ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়ন), পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিতালি সেন (মজদুর মুক্তি) , মানবেশ সরকার (গবেষক, প্রতীচী ইন্সটিটিউট, কলকাতা), রামদাস মুর্মু (আদিবাসী জুমিত গাঁওতা) এবং শান্তনু চক্রবর্তী (এডভোকেট, কলকাতা)।

উক্ত দলটি খনি অঞ্চলের নিম্নলিখিত ধস ও আগুন কবলিত এবং নতুন কয়লাখনি খননের উদ্দেশ্যে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত মানুষদের বাসস্থানের জায়গাগুলি পরিদর্শন করেছেঃ-

কেন্দা গ্রাম (কেন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে)— সাউথ কেন্দা/ ওয়েষ্ট কেন্দা ওপেন কাস্ট প্রোজেক্ট (ও.সি.পি.), নিউ কেন্দা কোলিয়ারী/ ও.সি.পি. কলোনি এবং ই.সি.এল.-এর কেন্দা এরিয়া ও কুনুস্তোরিয়া এরিয়ার অন্তর্গত কেন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ জায়গাসমূহ । সোনপুর –বাজারি প্রোজেক্টের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের মানুষদের ডাহুকা তে পুনর্বাসন দেওয়ার স্থান, পান্ডবেশ্বর

এরিয়ার বাঙ্গাল পাড়া কলোনি, সালানপুর এরিয়ার প্রকল্পিত ইটাপাড়া ও.সি.পি., শ্যামডি- মুচিপাড়া, বাউরি পাড়া, সরিসাতোলির ও.সি.পি.(আই.সি.এম.এল./ সি.ই.এস.সি.) দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত রাখাকুড়া গ্রাম এলাকা ও অন্যান্য অঞ্চল।

উক্ত ঘটনা সন্ধানী দলটি বিভিন্ন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখেছে ও স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে যে, ই.সি.এল. কর্তৃপক্ষ, বেসরকারী খনি উদ্যোগ এবং অন্যান্য বাইরের কয়লা খনন কর্তৃপক্ষ যারাই ব্যাপকভাবে ভূগর্ভ খনি ও খোলামুখ খনি চালিয়েছে তারা ভূমি ধস ও ভূগর্ভ আগুনের ঘটনা সম্ভুত প্রচুর পরিবেশ বিধি লঙ্ঘন করেছে এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার হানি ঘটিয়েছে। সোনপুর বাজারি প্রোজেক্টের যেখানে কয়েকটি গ্রামের মানুষকে ওই প্রোজেক্টের পশ্চিমে একটি বিচ্ছিন্ন ডাঙ্গায় সরকারি কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, সেখানে মাত্র সামান্য কয়েকজনকে অত্যন্ত করুণ, অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক ভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। অন্যত্র কোথাও অন্যান্য বিশাল সংখ্যক বিপন্ন মানুষকে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি, বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কয়লা খনন কর্তৃপক্ষ যারা খনি চালুর পূর্বে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিশেষ আর্থ-সামাজিক সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, তারা কেউই পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করেনি বা চুক্তিমত কথা রাখেনি ।

দলটি পরিত্যক্ত শ্যামডি খোলামুখ খনিতে চাক্ষুষ করেছে—বিশাল এলাকা জুড়ে খনির ভূগর্ভ আগুনের অজস্র লেলিহান শিখা ভূপৃষ্ঠের উপরে জ্বলছে; এলাকাটি বিধিবদ্ধ বেড়া বা প্রাচীর দ্বারা কোন ভাবেই বেষ্টিত হয়নি। অতীতে সেখানে মানুষের ঘরবাড়ি আগুনে ধসে পড়েছে, মানুষ সেই ধসে মারা গেছে; কিছু পরিবারকে সেখান থেকে সরিয়ে সামান্য দূরে শ্যামডি কোলিয়ারীর অত্যন্ত নিম্ন মানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঠাসাঠাসি করে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। পাশেই ক্রমাগত জ্বলে পুড়ে চলেছে হাজার হাজার টন কয়লা। ঝাঁঝালো বিষাক্ত গ্যাসে মানুষদের বাধ্য করা হচ্ছে বেঁচে থাকতে। তাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় কোন জলেরই ব্যবস্থা নেই সেখানে। অভাবের সংসার হওয়া সত্বেও দূর থেকে জল ক্রয় করতে হচ্ছে তাদের। তারা বেঁচে আছে না কি তাদের শরীরের ভিতরটা কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে পুড়ে যাচ্ছে সেটা দেখার ও মানুষকে বাঁচানোর কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে। পুনর্বাসিত মানুষ ছাড়াও অন্যান্য মানুষ, তাদের হাট বাজার, দোকান, এমন কি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ইত্যাদি সবকিছুকে নিয়ে এভাবে মারণ-গ্যাসের কবলে জলবিহীন, জীবিকাহীন জীবন কাটাচ্ছে।

কিছু খোলামুখ খনি এলাকায় দেখা গেছে যে যাদের জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে তা'দিগকে এবিষয়ে জানানোই হয়নি, তা'দিগকে পুনর্বাসন বিষয়ক কোন তথ্যই দেওয়া হয়নি। এমনকি খনি প্রকল্প চালুর পূর্বে গণ শুনানি যে হয়েছে সে বিষয়েও কেউ কিছু জানেননা।

খনি অঞ্চলের ভূজলস্তর শুকিয়ে গেছে, বা বহু নীচে নেমে গেছে।
সরিসাতোলিতে আই.সি.এম.এল./ সি.ই.এস.সি. প্রোজেক্টে গ্রামের মানুষ শুকনো উলঙ্গ কৃত্রিম পাহাড়ের ঘেরাটোপে ধুলো-বালির মধ্যে রয়েছেন । কূপ, নলকূপ, পুকুর সব শুকিয়ে গেছে । খনি কর্তৃপক্ষ সমতলভূমির মাটি খুঁড়েছে এত বছর ধরে, কয়লা বের করে নেওয়ার পরে সমতলভূমি আর ফিরে আসেনি, বনসৃজন দূরের কথা, স্তূপীকৃত মাটিতে বা স্থানীয় অন্য কোথাও একটি গাছও রোপিত হয়েছে ব'লে চোখে পড়েনি।
তবুও ধূ-ধূ ডাঙ্গার ওখানের সরল মানুষদের হাসিমুখে নিবেদন করা করুণ আকুতি আমাদের পরিদর্শন দলটির সব সদস্যের অন্তঃকরণে ক্ষণে ক্ষণে রণিত হচ্ছে সব সময়— "দ্যাখ্যে ত য্যাছেন বাবুরা, আমাদের এই কষ্টগুলা কুছুটা কমাই দ্যান"।

মণীন্দ্রনাথ মুখার্জি
কার্যকরী কমিটি সদস্য
নাগরিক মঞ্চ
১৩/৫/২০১৬

[www.nagarikmancha.org ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।]